"ভগবান্"— এই পদটির অর্থ পরমেশ্বর করা হইল কেন ? তাহারই উদ্দেশ্যটি বলিতেছেন—অনন্ত বৈকুণ্ঠের বৈভবাদিময় অনন্ত ব্রহ্মার পাঠাভেদ বেদের সম্যক্ সমালোচনা সেই পরমেশ্বর কর্ত্তৃকই সম্ভাবিত হয়, এই অভিপ্রায়েই ভগবান্ পদের "পরমেশ্বর" এই অর্থ করা হইয়াছে। যেহেতু তিনি "কূটস্থ" অর্থাৎ একরূপে সর্ব্বকালব্যাপী। অতএব শ্রীএকাদশস্কন্ধের একবিংশতি অধ্যায়ের বিয়াল্লিশ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীউদ্ধবকে বলিয়াছেন—হে উদ্ধব! কর্ম্মকাণ্ড বিধিবাক্যসমূহের দ্বারা কি বিধান করিতেছেন, দেবতাকাণ্ডে মন্ত্রবাক্য দ্বারা কি প্রকাশ করিতেছেন, জ্ঞানকাণ্ডে কি অনুবাদ করিয়া কি নিরোধ করিতেছেন শ্রুতির এইসকল তাৎপর্য্য আমাভিন্ন অন্য কেহই জানে না। ইহা দ্বারা স্পষ্টই বুঝা গেল—সম্পূর্ণ বেদের তাৎপর্য্য সমালোচনা করিতে এক শ্রীভগবানই সমর্থ। সসীমজ্ঞানসম্পন্ন এবং সসীমকালস্থায়ী শ্রীব্রহ্মার পক্ষে অনন্ত বেদ সমালোচনা করা সম্ভবপর হয় না—এই অভিপ্রায়ে ভগবান্ পদের পরমেশ্বর অর্থই করা হইল। সেই প্রকারই যাহা শ্রোতব্য, যাহা জপ্য, ইত্যাদি আমাকে উপদেশ করুন। এইরূপ পরীক্ষিত-প্রশ্নের উত্তররূপেও এইরূপে উপসংহার করিতেছেন—হে রাজন্! যখন নিখিল কর্ত্তব্যতার সার শ্রীভগবচ্চরণে ভক্তি, তাহা হইলে সর্ব্ব ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সর্ব্বদা এবং সর্ব্বত্র ভগবান শ্রীহরি, মানবমাত্রের অবশ্য শ্রোতব্য কীর্ত্তিতব্য ও স্মর্ত্তব্য। ইতি শ্লোকার্থ ॥ ৩০ ॥

চকারাৎ পাদসেবাদয়োঽপি গৃহ্যন্তে। অনন্তরঞ্চ শ্রবণাদিফলং যদ্দর্শিতং— তত্রোদাহৃতং—পিবন্তি যে ভগবত আত্মনঃ সতাং কথামৃতঃশ্রবণপুটেষু সংভৃতম্। পুনন্তি তে বিষয়বিদূষিতাশয়ং ব্রজন্তি তচ্চরণসরোরুহান্তিকমিতি ॥

অত্র পুনন্তীত্যনেন পূর্ব্বোক্ত স্থূলধারণামার্গশ্চপরিহৃতঃ। ভক্তিযোগস্যৈব স্বতঃপাবনত্বাদলং তৎপ্রয়াসেনেতি ॥ ২ ॥ ২ ॥ শ্রীশুকঃ ॥ ২৭-৩০ ॥

"শ্লোকোক্ত কীর্ত্তিতব্যশ্চ" এই প্রয়োগ দ্বারা পাদসেবন, অর্চ্চন প্রভৃতি ভক্তিঅঙ্গেরও গ্রহণ করা হইয়াছে। এই শ্লোকটি উল্লেখের পর শ্রবণাদি ফল যাহা দেখান হইয়াছে, তাহাও উদাহরণরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। যাহারা সাধুগণের মুখ হইতে ক্ষরিত শ্রবণরূপ পাত্রে ধৃত, সাধুগণের অতি অন্তরঙ্গ আত্মীয়রূপে প্রকাশমান শ্রীভগবানের কথামৃত পান করিতেছেন, তাঁহারা বিষয়-কামনায় মলিনচিত্ত শোধন করিতেছেন এবং শ্রীভগবানের চরণকমল সমীপে যাইতেছেন। এই শ্লোকে "পুনন্তি" অর্থাৎ বিষয়-বাসনায় মলিনচিত্তকে শোধন করেন—এইরূপ উল্লেখ থাকাতে পূর্ব্ববর্ণিত বিরাট ধারণামার্গটি পরিহার করা হইয়াছে। যেহেতুক ভক্তিযোগ স্বাভাবিকই